দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 20 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 6 ...

তদন্ত কর্মকর্তার দাবি

রাবি শিক্ষক জলির আত্মহত্যা রহস্য দ্রুত উদ্ঘাটিত হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আকতার জাহান জলির আত্মহত্যার রহস্য দ্রুত উদ্ঘাটিত হবে বলে মনে করছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ব্রজ গোপাল। এ লক্ষ্যে তার কক্ষ থেকে জব্দ করা তিনটি মোবাইল ফোনের তথ্য সংগ্রহ এবং সহকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়েছে। মোবাইলের তথ্য চেয়ে অপারেটরদের অনুরোধ করা হয়েছে ও নমুনাগুলো ভিসেরার জন্য সোমবার ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

এ কর্মকর্তা আরও বলেন, তদন্তের জন্য তার রুম থেকে বেশকিছু জিনিস জব্দ করা হয়। জব্দকৃত তালিকায় রয়েছে সুইসাইড নোট, ল্যাপটপ ২টি, মোবাইল ফোন ৩টি, ঘুমের ট্যাবলেট (ইজিএম), তরল পদার্থ, পেনড্রাইভ ৪টি, বালিশের কভার ২টি, বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ও শেষ সময়ে তার পরিহিত কাপড়ের কাটা অংশ। জুবেরী ভবনের ৩০৩ নম্বর কক্ষটি বর্তমানে সিলগালা করা আছে।

তদন্তের অগ্রগতি বিষয়ে জানতে চাইলে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মতিহার থানার উপপরিদর্শক ব্রজ গোপাল বলেন, তিনি কী কারণে আত্মহত্যা করেছেন সেটি জানার জন্য আমরা প্রাথমিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছি। ভিসেরার জন্য নমুনাগুলো ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে প্রতিবেদন পেলে আমরা অনেকটা পরিষ্কার হতে পারব। তিনি আরও বলেন, সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার মধ্য দিয়ে তার আত্মহত্যার সম্ভাব্য কারণ ও আত্মহত্যার পেছনে কারো প্ররোচনা আছে কিনা সেগুলো বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ছাড়া তার মোবাইলে কার কী কথা হয়েছে সেসবের তথ্য চেয়ে মোবাইল ফোন অপারেটরদের কাছে আবেদন করা হয়েছে।

সুইসাইড নোটে সাবেক স্বামীর বিষয়ে উল্লেখ থাকায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কিনা– এমন প্রশ্নের জবাবে তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, ম্যাডামের সঙ্গে তার সম্পর্কটা অনেক আগেই ছুটে গেছে। তারপরও আমরা থলের বিড়ালটা বের করার চেষ্টা করছি, যাতে সবাই সঠিক কারণ জানতে পারে। এর আগে মৃত্যুর দ্বিতীয় দিনে সুরতহাল ও ময়নাতদন্ত শেষে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের চিকিৎসক এনামুল হক বলেছিলেন, আকতার জাহানের সুরতহাল ও ময়নাতদন্ত থেকে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তার মৃত্যু বিষক্রিয়াজনিত কারণে হয়েছে এবং সুরতহালে শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে তার সুইসাইড নোটে সাবেক স্বামী তানভীর আহমেদের বিরুদ্ধে সন্তানের প্রতি দায়িত্বহীনতার বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হলে ঘটনা ভিন্ন দিকে মোড় নেয়।

গত ১০ সেপ্টেম্বর আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে অজ্ঞাত ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিদের আসামি করে মতিহার থানায় মামলা করেন আকতার জাহানের ছোট ভাই কামরুল হাসান রতন। মামলায় কামরুল হাসান রতন উল্লেখ করেন, সুইসাইড নোট থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি (আকতার জাহান) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ৯ সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনের (৩০৩ নম্বর কক্ষ) দরজা ভেঙে নিজ কক্ষ থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আকতার জাহান জলির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। বিকাল ৫টার দিকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।